নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২১, পৃ. ১-১৬
© ২০১৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পত্তির উত্তরাধিকার: বাঙালি মুসলিম নারীর অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিকতা

আকলিমা আক্তার*

Abstract: Every state has its own formal laws following which properties are supposed to be distributed among the heirs. However, in practice, established laws are not the only determinent of inheritance system in a society. Along with state enacted laws, there are different traditions, customs, beliefs, rules and regulations that play key roles in giving shape to practices relating to property distribution. Such coexistence of diverse laws and customs means that a person has to go through complex experiences while a decision of property distribution is made. In fact, the conception of property itself is contingent to social and cultural realities. Drawing on empirical data, this write-up shows how power struggle over the question of inheritance is informed by diverse factors. Relational dynamics within the households, relative effectiveness of techniques and strategies employed by stakeholders, traditional norms, plays of tricks, and others are among such factors. However, the institution of patriarchy is perhaps the most powerful among the determinants of inheritaence of property among Bengali Muslims. Muslime women in Bangladesh seek to employ various strategies to make sure they get access to the property on which they are entitlement; However, in most of the cases they give up to the politics that derives from the patriarchal settings.

ভূমিকা ঃ

সম্পত্তির ইতিহাস সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মালিকানার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলো যেমন পারিবারিক, ক্ল্যান এবং গোষ্ঠীগত মালিকানার ধরনসমূহ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে (Mclennan, 1865)। প্রত্যেক সমাজে সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধারণায়ন বিদ্যমান (রহমান, ২০১২)। কিন্তু সমাজের মানুষ সম্পত্তিকে কেবল এই ধারণায়ন দিয়ে নাও বুঝতে পারে বরং সম্পত্তির ধারণা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া, এটা সার্বজনীন কোন বিষয়ও নয় (Hirschon, 1984)। বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত সম্পত্তিগুলোর মধ্যেও ব্যাপকমাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় (Barnard and spencer, 1996)। সম্পত্তির ধারণায়নে কেবল সমাজভেদে নয়

*প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইল: aklima752@yahoo.com

বরং একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও, দল ও গোষ্ঠীর মধ্যেও ভিন্নতা বিদ্যমান। সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণায়নের ভিন্নতার ক্ষেত্রে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব বিদ্যমান (Rosaldo, 1974)। সমাজের বিভিন্ন প্রথা, মতাদর্শ, বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিকতা এবং পরিস্থিতি সম্পত্তি সম্পর্কিত বহুমাত্রিক ধারণায়নে প্রভাব ফেলে।

সমাজ সংস্কৃতিতে বিদ্যমান সম্পত্তিসমূহকে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান (উল্লাহ্, ২০০২)। এসকল আইন কেবল প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তিসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রেই নির্দেশনা প্রদান করে কিন্তু সাংস্কৃতিক বিশ্বাস দ্বারা সৃষ্ট সম্পদগুলোর ক্ষেত্রে নয়। এই সম্পত্তিসমূহ বন্টনের ক্ষেত্রেও সমাজের সদস্যদের নিজস্ব প্রথা বিদ্যমান। সম্পত্তি বন্টনের এই নিয়ম ও রীতিসমূহ কখনও প্রতিষ্ঠিত আইনের চেয়ে ভিন্নতর আবার কখনও এর একেবারে বিপরীত মতাদর্শকে প্রকাশ করে (Goheen, 1996)। বিদ্যমান আইন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নারীরা বঞ্চনা ও বৈষ্যমের শিকার হয়ে থাকে (Mukhopadhyay, 1998)। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিশ্বাসসমূহের দ্বারা বন্টনকৃত সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে সব সময় নারীরা বঞ্চনা বা বৈষম্যের শিকার না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে সমান বা অধিক সম্পত্তিও পেয়ে থাকে। অনেক সময় আবার পুরুষদের মধ্যেও অসমতা দেখা যায়। কিন্তু সমাজের সদস্যরা এগুলোকে অবশ্য পালনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করে যেগুলো আবার সাংস্কৃতিক বিশ্বাসেরও ধরন।

প্রতিষ্ঠিত আইনের বাইরে নারী পুরুষের মধ্যে সম্পত্তির বন্টনে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত বিদ্যমান থাকলেও সেসব প্রথা, রীতি, বিশ্বাসসমূহে পিতৃতান্ত্রিক মতার্দশই প্রকাশিত হয়। এসব প্রথাও সম্পত্তি বন্টনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং নারীকে পুরুষের তুলনায় স্বল্প অন্তর্ভূক্ত করে অথবা কখনও অন্তর্ভূক্তই করেনা (Jansen, 1999)। এই কাঠামোগত অসম সম্পর্কের মুল গ্রথিত রয়েছে শতবর্ষের পুরানো ধ্যান ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্যে (Arens, 2011)। আবার সীমিত সম্পদের বন্টনে নারীদেরকেই প্রথমে বাদ দেয়া হয়। পুরুষের জন্য সহায়ক এসব মতাদর্শ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণেরই বহিঃপ্রকাশ (রহমান, ১৯৯৮)। পিতৃতান্ত্রিক এসকল মতাদর্শ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিও হয়ে থাকে।

সম্পত্তির ধারণায়ন ও উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন নিয়ে যে গবেষণা কাজগুলো হয়েছে সেখানে সম্পত্তির ধারণায়ন ও বন্টন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট এবং স্বল্পসংখ্যক অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আমি ঐ অভিজ্ঞতাগুলোর পাশাপাশি সম্পত্তির ধারণায়ন ও পৈত্রিক সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়সমূহের প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাসমূহ তুলে ধরেছি।

প্রবন্ধটি দুটো অংশে বিভক্ত, প্রথমাংশে আমি আমার গবেষণা কাজের তত্ত্বীয় ভিত্তি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ন গবেষণা কাজের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছি। দ্বিতীয়াংশে আমার গবেষণায় মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সম্পত্তির ধারণায়ন এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাসমুহ দেখিয়েছি।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার: ধারণাগত প্রশ্ন

মুসলিম সম্প্রদায়ে নারী ও পুরষের মধ্যে সম্পত্তির ধারণায়ন ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিশেষ করে ভূমির বন্টন, এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা কাজ হয়েছে। কিন্তু বন্টনকে ঘিরে নারী ও পুরুষের যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলোকে খুব কমই তুলে ধরা হয়েছে। যেসব লেখাতে তুলে ধরা হয়েছে সেখানেও সম্পত্তির ধারণায়ন ও সম্পত্তির বন্টনকে ঘিরে নারীর কোন একটা অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ক কিছু গবেষণার পর্যালোচনা কয়েকটি অংশে নিচে তুলে ধরেছি, যেখানে সম্পত্তির ধারাণায়নে সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহের প্রভাব, নারীবাদী তত্ত্ব ও আলোচনায় উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের অধিকারের বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নারী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়সমূহের প্রভাব, নারী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা সমূহকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শসমূহ কি করে স্বাভাবিকীকরণ করে ও টিকিয়ে রাখে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

সম্পত্তির ধারণায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন Hirschon (1984)। তার মতে সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। বৃহৎভাবে বললে সম্পত্তির ধারণা পুঁজিবাদের উত্থান ও উপযোগবাদের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেখানে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেটা ব্যবহার বা ধ্বংস করার অধিকার লাভ করে। তার মতে এই অর্থে সম্পত্তি হচ্ছে কতগুলো বৈধ দ্রব্য বা উপাদান যেগুলো এর বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণা বা এর উত্তরাধিকারীদেরকে তিনি কোন একক ক্যাটাগরিতে ফেলতে চাননা। কারণ এটা সার্বজনীন কোন বিষয় নয় বরং এগুলো ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত হয় বলে এগুলো সংস্কৃতিভেদে বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। এমন কি সম্পত্তির ধারণা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কিত ধারণা একই সমাজের সামাজিক দলগুলোর মাঝেও বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। নারীকেও অনেক সময় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে বলেও তিনি বলছেন। Hirschon (1984) সম্পত্তিকে কতগুলো পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথমত সম্পত্তি হচ্ছে সম্পদের সামাজিক নির্মাণ। দ্বিতীয়ত সম্পত্তির ধারণার সাথে দুটো বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকে এগুলো হল বস্তুগত এবং মতাদর্শিক। তৃতীয়ত সম্পত্তির প্রকৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে সময়ের সাথে সাথে সম্পত্তির ধারণা পরিবর্তিত হয়। এইজন্য সম্পত্তির প্রত্যয়ন ও ধারণায়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

সম্পদকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন Shiva (1999)। তার মতে সম্পদ বলতে আদতে জীবনকেই বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিকে পবিত্র হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা যেমন বিনষ্ট হয়েছে তেমনি প্রকৃতিকে সাধারণদের সম্পদ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকৃতি যে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং প্রকৃতির প্রতি যে সবার দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা মনে করার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটারও বিনাশ ঘটেছে। শিল্পায়িত সমাজে সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার

সম্পর্কের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। তিনি সম্পদকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক রাজনীতিসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে এসব সম্পদকে কেন্দ্র করে যেসব নানা ধরনের রাজনীতি হয়ে থাকে এবং সম্পদের ধারণায়নেও ভিন্নতা থাকে সেটা তার আলোচনায় দেখা যায় না।

নারীদের সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণাকে তুলে ধরে Sen (1990) আবার বলেছেন, নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সে জেনে বুঝেই অনেক সময় তার সম্পত্তি এবং সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ তার স্বামীকে দিয়ে দিচ্ছে অথবা অনন্যোপায় হয়ে সম্পত্তির উপর তার স্বামীর নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিচ্ছে। তাকে কেবল নিজের কথা নয় বরং তার পরিবার, সংসার, সন্তান এবং একই ছাদের নিচে বসবাস করার কথা ভাবতে হচ্ছে। যার মধ্য দিয়ে সে স্বামীর সম্পত্তিকেই নিজের সম্পত্তি হিসেবে মনে করছে। অমর্ত্য সেন যেটাকে বলছেন সহযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব বা co-operative confict হিসেবে।

শ্রেণী, মর্যাদা এবং দল সম্পর্কে আলোচনা করেন Weber (1968)। তিনি মর্যাদা এবং দল থেকে শ্রেণীর ধারণাকে আলাদা করেন, তার মতে এই পার্থক্যটি দাঁড়িয়ে আছে দুটো বৈশিষ্ট্যের উপর, এর একদিকে রয়েছে যে এরনের সম্পত্তি ফেরৎমূল্যের জন্য ব্যবহৃত এবং অন্যদিকে সেই ধরনের পরিসেবা যা বাজারে হাজির করা যেতে পারে। তার মতে সম্পত্তিবিহীনদের শ্রেণীগত অবস্থাও পৃথকীকৃত, সম্পত্তিবিহীনদের যে বিপননযোগ্য দক্ষতা রয়েছে তার একচেটিয়াকরণের ধরন ও মাত্রা দুই দিক থেকেই এটি পৃথকীকৃত। এর ফলে ওয়েবারের ভাষায় সম্পত্তিবান, সম্পত্তিহীন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীদেরও নানা ধরন বিদ্যমান এবং শ্রেণী বৈষম্যটা সামাজিক মর্যাদার সাথেও বিভিন্নভাবে যুক্ত। সব সময় সম্পত্তি দিয়ে মর্যাদার গুণাবলী স্বীকার করা হয় না এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগত্যাও একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, মর্যাদাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি যার উপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণীবিভাজন হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন মর্যাদা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে থাকে। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের গ্রামীণ দরিদ্রতা, কৃষিতে পরিবর্তন এবং জেন্ডারের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করে Agarwall (1994) দেখান, সম্পত্তিতে বিশেষ করে ভূমিতে স্বাধীন অধিকার না থাকার কারণেই তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে অধঃস্তন। তার মতে এই অধিকার অর্জন করা কঠিন এবং এই অধিকারসমুহ অর্জনের মাধ্যমে নারীরা গৃহস্থালীর অভ্যন্তরে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তিনি বলেন দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামের ক্ষেত্রে ভূমি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সম্পদ যেটা সেখানকার সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক বিষয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নির্ধারণ করে। গৃহস্থালীর পুরুষ সদস্যদের হাতে যেসব অর্থনৈতিক উৎস থাকে সেটা নারীকে সমানভাবে উপকৃত করতে পারেনা। এই উৎসগুলোতে যদি নারীর স্বাধীন মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকে বিশেষ করে ভূমিতে তাহলে সেটা নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করবে। তার মতে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে যেখানে সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তরিত হয় মায়ের ধারা অনুসারে সেখানেও জমিতে নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষের হাতে। জমিতে নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য অধিকাংশ অঞ্চলে পুরুষরাই সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত ও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীরা যে শ্রম দেয় তার মাধ্যমে তাদের একটা অর্থনৈতিক অবদান আছে এখানকার নারীদের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিতে স্বাধীন অধিকার দিতে হবে। কিন্তু ভূমি

বা সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নারীদের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে যেটা Agarwal (1994) এর লেখাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

নারীদের জমির মালিকানা, জমিতে নিয়ন্ত্রণ এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে Arens (2011) ও গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ (১৯৭৪-২০০৯) বছর ধরে এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার গাঙনি থানার ঝগড়াপুর (ছদ্মনাম) গ্রামে একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন যেখানে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক নারীদের বিশেষ করে ভূমিহীন বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থা এবং তার কারণ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। Arens (2011) নারী, ভুমি, ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক রুপান্তরণের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন পুরুষাধিপত্য এবং বৈষম্যমূলক পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে দশকের পর দশক ধরে আন্দোলন হলেও লিঙ্গীয় অসমতা এখনও বিদ্যমান এবং জমির মালিকানায় এই বৈষম্য ব্যাপকহারে দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও নারীদের জমিতে অধিকার থাকলেও অনেক নারীদেরই নিজস্ব কোন জমি নেই। তিনি দেখান যে নারীদের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা রয়েছে মানেই জমির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমনটা নয় বরং তাদের নিজের মালিকানার জমির উপর এবং উৎপাদিত দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এরেন্সের মত, সম্পত্তির উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রীক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমার গবেষণা কাজেও উঠে এসেছে। Arens (প্রাগুক্ত) এর মতে নারীদের দারিদ্র্য এবং উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার কারণ হচ্ছে অসম এবং দমনমুলক লিঙ্গ এবং শ্রেণী সম্পর্ক। তিনি আরো বলেন, কাঠামোগত অসম সম্পর্কের মুল প্রোথিত রয়েছে শতবর্ষের পুরানো ধ্যান ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্যে, কাঠামোকে পরিবর্তন করতে হলে এগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে। যে রুপান্তরণের জন্য দরকার নারী এবং পুরুষের সামষ্টিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। Arens (2011) এর গবেষণাতেও নারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনকেন্দ্রীক বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা দেখা যায় তবে সেটা গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক নারীদের অভিজ্ঞতা যার মাধ্যমে অন্য পেশার অথবা শহুরে নারীদের উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনকেন্দ্রীক অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না।

জেন্ডার সচেতন দৃষ্টিকোন থেকে কৃষি অর্থনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগের বিষয়টি আবার তুলে ধরেন Boserup (1970), যিনি সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি দেখান পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি, পণ্য এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তার মতে সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই পুরুষের অধিকার স্বীকৃত তথাপি নারীর অধিকার স্বীকৃত নয়। ভূমি, প্রশিক্ষণ, ঋণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীকে নিয়মিতভাবে পরিহার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণ ও পুঁজিবাদ উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে যার কারণে সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান আরো দুর্বল হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। আমি আমার গবেষণায় দেখতে পাই যে, অনেক সময় সীমিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে কেবল অস্বীকারই করা হয় না বরং সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের ধারণাকেও সমাজ পরিবর্তন করে দেয় যার কারণে সম্পত্তি সীমিত থাকলে নারীকে অনেক সময় তার অধিকার প্রদান করা হয় না।

অন্যদিকে খান (১৯৯৫) ঐতিহাসিকভাবে নারীর অধিকারহীনতার এবং নারীর উপর পুরুষের অবদমনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তার মতে পৃথিবীর কোথাও নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সুষম নয় বরং অতিমাত্রায় ভারসাম্যহীন, বৈষম্যমূলক। এই বৈষম্যের মাত্রা কোথাও কম আবার কেথাও বেশি, পার্থক্য এটুকুই। তার মতে নারী ও পুরুষের মধ্যকার অধঃস্তনতার সম্পর্ক হঠাৎ করে নয় বরং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। আর এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীদের মনোজগতে পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শগুলো প্রোথিত হয়ে যায় যার জন্য তারা চিন্তা করে পিতৃতন্ত্রের মত করে এবং পিতৃতন্ত্রের মতাদর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ফলে পিতৃতন্ত্রের মত করে অনেক নারীও মনে করেন নারীদেরকে যে সম্পত্তি দেয়া হয়েছে তাই সঠিক অথবা নারীদের সম্পত্তির কোন দরকার নেই। এই বিষয়টিকে গ্রামশির হেজিমনির মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধারণাটি বলপ্রয়োগ না করে কিংবা সেটি ব্যবহারের হুমকি ব্যতিরেকে ক্ষমতা বজায় রাখাকে বোঝায় (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)। Ortner (2006) আবার তার বইতে লিখেছেন গ্রামশির মতে হেজিমনি হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ যার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী ক্ষমতা সমুন্নত রাখে এবং শাসিতদের সম্মতি আদায় করে। এক্ষেত্রে রেমন্ড উইলিয়াম আবার আবার মাঝামাঝি একটা অবস্থান নিচ্ছেন, তার মতে গ্রামশি যেভাবে বলছেন হেজিমনি সামাগ্রিক এবং একচ্ছত্র তেমনটা নয় বরং এটা বিভিন্ন মাত্রায় থাকে, এটা অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় নয় বরং ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তার মতে হেজিমনি মানুষের মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে দখল করতে পারে না যার কারণে সে যে অধিপত্যের মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে সে জানে এবং সচেতন (উদ্ধৃত-Ortner, 2006: 53)। সম্পত্তির বন্টন নিয়ে অনেক নারীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি দেখা যায়। তারা জানে সম্পত্তির প্রাপ্য অংশের চেয়েও সে কম পাচ্ছে বা তাকে কম দেয়া হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে সচেতন কিন্তু তারপরও আধিপত্যকে মেনে নিচ্ছে।

এ বিষয়টিকে Bourdieu (1977) এর habitus দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। Bourdieu (1979) বলেন Habitus হচ্ছে অন্তর্নিহিত কাঠামো ও ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যের আধিপত্যকে গ্রহণ করে। Habitus হচ্ছে কাঠামোর মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত এবং শক্তিশালী ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী, এটা চেতনায় অপ্রবেশযোগ্য অর্থাৎ এটা অবচেতনে মানুষের মনে প্রবেশ করে। সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত আইন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রথাসমুহ সমাজের নারী ও পুরুষ এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার একটি অংশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সংগঠন ও সামাজিক কাঠামোর উপর আলোকপাত করেছেন Bertocei (1992)। তিনি গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রকার এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন যখন একটি মেয়ের বাইরের গ্রামে বিয়ে হয় তখন সে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রয়োগ করেনা কারণ এতে একদিকে তাদের ভাইদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থায়ী থাকে এবং অপরদিকে ভবিষ্যতে সম্পত্তি দাবি করার সুযোগ থাকে। Arens (2011) ও তার গবেষণায় দেখান যে, বাবার গ্রামের বাইরে যে সকল নারীদের বিয়ে হয় তাদের চেয়ে যাদের একই গ্রামে বিয়ে হয় তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তি দাবী করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কিন্তু সকল ভাইদের ক্ষেত্রে বা সকল নারীদের ক্ষেত্রে এধরনের বিষয় দেখা যায় না বরং অনেক ভাই এমন

পরিস্থিতিতেও তাদের বোনদের সম্পত্তি দখল করে নেয়, কখনও বা পরবর্তীতে তাদেরকে দেখাশোনাও করেনা। জাহাঙ্গীর (১৯৮৬) আবার নারীর উপর সমাজের মুরুব্বী ও পুরুষের প্রভূত্ব কীভাবে তাদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্তি থেকে বিরত রাখে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে গ্রামীণ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ এবং শ্রেণী হিসেবে সম্পদশালীরা প্রবল, ফলে ব্যক্তি হিসেবে একজন নারী এবং শ্রেণীর অন্তর্গত নারী ক্ষমতার কাঠামোতে অধঃস্তন ভূমিকা পালন করে। তার মতে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীদের মধ্যে আনুগত্য, নম্রতা, বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয় আর এসবই হয়ে ওঠে মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধকে নারীরা ধারণ করে এবং এভাবে সমাজের ক্রিয়াশীলতাকে রক্ষা করে ।

সম্পত্তি এবং এর সাথে শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন Marx (1959)। মার্ক্সের মতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার উৎপাদ। শ্রমবিভাজনের বিস্তার এবং তা থেকে সৃষ্ট সম্পদের ক্রমবর্ধমান পরিমান ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উদ্বৃত্ত উৎপাদন এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন একটা সংখ্যালঘু অনুৎপাদক গোষ্ঠী যারা সংখ্যাগুরু উৎপাদনকারীদের সাথে শোষণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের দ্বারা আত্মসাৎ হয় । কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার বিযুক্তির বিলুপ্তি অর্জিত হয় শুধুমাত্র শোষণমূলক শ্রেণী সম্পর্কের দামে, মানুষের ক্রমবর্ধমান স্ববিযুক্তির দামে সে তার শ্রম থেকেই বিযুক্ত হয়ে পড়ে। মার্ক্স তার আলোচনাতে উদ্বৃত্ত উৎপদানের সাথে সম্পত্তির অসমতা এবং এর ফলে সৃষ্ট বৃহৎ সামাজিক শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করেছেন, নারী এবং পুরুষ এরকমই দুটো সামাজিক শ্রেণী এবং তাদের মধ্যেও সম্পত্তির অসমতা বিদ্যমান।

নারী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতাসমূহকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শসমূহ স্বাভাবিকীকরণ করে ও টিকিয়ে রাখে। বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিকরা নানাভাবে এই পিতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। Mitchell (1971) বলেন পিতৃতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা সম্পর্ক ব্যবস্থা যেখানে নারীরা পুরুষের হাতে বিনিময়ের দ্রব্য মাত্র, যেই ব্যবস্থায় পিতার এক ধরনের প্রতীকী ক্ষমতা থাকে, যে প্রতীকী ক্ষমতাই নারীর হীনমন্যতার জন্য দায়ী।

সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্রের আবির্ভাব এবং এর ফলে নারীদের অবস্থা নিয়ে Morgan (1985) ও আলোচনা করেছেন যেখানে তিনি স্ত্রী ধারা থেকে পুরুষ ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় ও এর ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে দেখাচ্ছেন যে, সমাজের কাঠামোকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সম্পত্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার মতে আদিতে সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হত স্ত্রী ধারায় কিন্তু সম্পত্তি যখন বেড়ে যায় তখন স্ত্রী ধারা থেকে পুরুষ ধারায় যাবার একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তাঁর মতে এর মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকার ও ক্ষমতা পুরুষের হাতে চলে যায় ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাব ঘটে ও চরম পুরুষ প্রাধান্য গড়ে ওঠে। এর ফলে পুরুষরা নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এবং নারীরা অধঃস্তনতার শিকার হতে থাকে।

Tong (1995) বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিকদের আলোচনাকে সামনে নিয়ে আসেন। উদারনীতিক নারীবাদীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাদের মতে সমাজ যদি নারীকে পুরষের সমান নাগরিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিধা দেয় তাহলে নারীরা সব

প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। উদারনীতিক নারীবাদীদের মধ্যে দুটো ভাগ রয়েছে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে Classical উদারনীতিক নারীবাদী যারা মনে করেন নারীদেরকে সম-নাগরিক অধিকার যেমন সম্পত্তিতে অধিকার, ভোটাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা দিতে হবে। অন্যদিকে রয়েছে Welfare উদারনীতিক নারীবাদীরা যারা মনে করেন নাগরিক অধিকারের চেয়েও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

মার্ক্সীয় নারীবাদ সম্পর্কে Tong (1995) বলেন যে তারা সরাসরি সম্পদ নিয়ে কথা বলছে। তারা নারী অধঃস্তনতার মূল কারণ হিসেবে সম্পদের অসম বন্টনকে দায়ী করেছেন। মার্ক্সীয় নারীবাদীদের মধ্যে Scott (উদ্ধৃত-Tong, 1995: 51-61) এবং Benston (প্রাগুক্ত) মনে করেন ক্ষমতাবান পুরুষরা উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদনের সম্পর্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে সম্পদের বন্টনে অসমতা থাকে আর নারী হয়ে পড়ে অধঃস্তন একারণে নারীদের সমান সুযোগ অর্জন অসম্ভব । আবার মার্ক্সীয় নারীবাদীরা (উদ্ধৃত-Tong, 1995: 47-51) Engles (প্রাগুক্ত) এর আলোচনাকে সামনে নিয়ে এসে বলেছেন যে, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সাথে সাথে নারীরা অধঃস্তনতা ও অবদমনের শিকার হয়েছে তাই নারীকে এই অধঃস্তন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কতে হবে।

অন্যদিকে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের সম্পর্কে Tong (1995) বলেন যে তাদের মতে নারীদের অধঃস্তনতার মূল কারণ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো কারণ পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ তার ক্ষমতা, আধিপত্য, শ্রেণীবিভাজন ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নারীকে অবদমন করে। সে কারণে যেসকল সমাজে মাতৃতন্ত্র রয়েছে সেখানেও নারীর অবস্থান পুরুষের চাইতে নিম্ন। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মধ্যে Firestone (উদ্ধৃত-Tong, 1995: 109-111) বলেন যে, মার্ক্স ও এঙ্গেলস সমাজের প্রধান শ্রেণীবিভাজনকেই দেখেনি। তার মতে লিঙ্গীয় শ্রেণীবিভাজন হচ্ছে সমাজের প্রধান ও প্রথম শ্রেণীবিভাজন। মার্ক্স যেমন করে বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের উপর অবদমন শেষ হবে তেমনি জৈবিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নারী স্বাধীন হবে। নারীর পুনরুৎপাদন ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করে পুরুষরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজেই লিঙ্গীয় শ্রেণীব্যবস্থাকে ভাঙতে হলে নারীদেরকে তাদের reproduction এর উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা যৌনতা ও পুনরুৎপাদন নিয়ে বেশি বলেছেন, এগুলোকে নারীর অধঃস্তনতার কারণ হিসেবে বলেছেন কিন্তু সম্পত্তির সাথে যুক্ত নারীর অধঃস্তনতাসমূহ তাদের কাজে পাওয়া যায় না।

আবার সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ সম্পর্কে Tong (1995) বলেন যে তারা নারীদের অধঃস্তনতার বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে নারীদের যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারা যায় না। কারণ তারা উৎপাদন কাঠামো, যৌনতা, পুনরুৎপাদন, শিশুর সামাজিকীকরণ এসব নিয়েই কথা বলেছেন। সম্পত্তির বন্টন নিয়ে নারীদের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে উত্তরাধুনিক নারীবাদ।

উত্তরাধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকরা একক কোন নারীবাদী তত্ত্বের চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। Helene Cixous (উদ্ধৃত-Tong, 1995: 223-231), Luce Irigaray (প্রাগুক্ত)ও Julia Cristeva (প্রাগুক্ত) বলেন একক কোন নারীবাদী তত্ত্ব হওয়া সম্ভব নয় কারণ নারী একক বা সার্বজনীন কোন সত্তা নয়। শ্রেণী, বর্ণ, সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে নারীদের অবস্থান, অভিজ্ঞতা, অবদমন, নিপীড়ন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের মতে নারী একক কোন কিছু নয় বরং নারী বহু, অসংখ্য। তাই তাদের অবস্থানগত ভিন্নতাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আর এজন্য একক কোন নারীবাদী তত্ত্ব নয় বরং নারীর অবদমনকে বন্ধ করার জন্য বহুমুখী তত্ত্ব প্রয়োজন। উত্তরাধুনিক নারীবাদ বলে যে শ্রেণী, বর্ণ, সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে নারীদের অবস্থান, অভিজ্ঞতা, অবদমন, নিপীড়ন এগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যার মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনকে ঘিরে শ্রেণী, বর্ণ ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন নারীদের যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সম্পত্তির ধারণায়নে সমাজ সংস্কৃতি ঃ

সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তির সুষ্ঠু বন্টন এবং সম্পত্তির ধারণাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পত্তি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিদ্যমান এই ধারণা বা সংজ্ঞায়ন সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ তবে তা সংস্কৃতির একটি দিক বা একটি শ্রেণীর ধারণার বহিঃপ্রকাশ। একটি সমাজের বা সংস্কৃতির প্রত্যেকটা মানুষ সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী নাও বুঝতে পারে। ফলে সম্পত্তি কেবল সম্পত্তি নয় বরং এর সাথে নানা ধরনের বিশ্বাস, প্রথা, মূল্যবোধ, রীতি ইত্যাদি বিষয় যুক্ত থাকে যার ফলে সম্পত্তিকেও সমাজের মানুষ সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই বুঝে থাকে (Rosaldo,1974)।

সম্পত্তি অভিন্ন ধারণা ভিন্ন ঃ

সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধারণায়নে যেগুলোকে সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলোকেই আবার স্থানভেদে এবং ব্যক্তিভেদে একেকভাবে দেখা হয়ে থাকে। সম্পত্তির এমন ধারণায়নের ক্ষেত্রে কখনও নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক মতাদর্শ বা প্রচলিত কোন বিশ্বাস কাজ করে থাকে। ফলে একই সম্পত্তিকে একেক সংস্কৃতিতে একেকভাবে দেখা হয়ে থাকতে পারে।

<u>কেইস ১</u>

> খাদিজা (৪১) একজন গৃহিনী, তার স্বামী চাকরিজীবী। সম্পত্তি নিয়ে তার ধারণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, "সম্পত্তি হল টাকা-পয়সা, জমিজমা এসব"। এর বাইরে তিনি আর অন্য কিছুকে সম্পত্তি হিসেবে দেখেননি। তার বাবার সম্পত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন "আমার বাপের তো কোন সম্পত্তিই নাই আছে খালি ভিটেমাটি। ভাইরা ভিটেতে একটা ঘর করে থাকে"। এখানে সম্পত্তি সম্পর্কে তার ভিন্ন ধরনের ধারণায়ন দেখা যাচ্ছে। তিনি বসতবাড়িকে সম্পত্তি হিসেবে মনে করেননা বলেই বসতবাড়ি থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি সম্পর্কে তার ধারণা এমন।

অনেকে রয়েছেন যারা কেবল বসতভিটা নয় বরং চাষযোগ্য কোন কোন জমিকেও সম্পত্তি মনে করেন না বরং সমস্যা মনে করেন, এর কারণ হচ্ছে সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের বিশ্বাস এবং তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের চর্চা।

সামাজিক মর্যাদা ভিত্তিক সম্পত্তি ঃ

ক্ষেত্রভেদে সম্পত্তি কখনও সামাজিক মর্যাদার ধারক এবং বাহক যেমন হয়ে ওঠে তেমনি আবার সামাজিক মর্যাদার সমার্থক হতেও দেখা যায়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ধারণকারী ব্যক্তি সম্পত্তি এবং সামাজিক মর্যাদাকে সমার্থক মনে করে থাকেন এবং সম্পত্তির পরিবর্তে বা সম্পত্তি হিসেবে সামাজিক মর্যাদাকে গ্রহণ করে। আবার কখনও এমন কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে থাকেন যেটা তাকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা মুনাফা নয় বরং কেবল সামাজিক মর্যাদা প্রদান করবে।

<u>কেইস ২</u>

> মোফাজ্জল হোসেন (৫৫) একজন ব্যবসায়ী, তারা চার ভাই, চার বোন। তার বাবা মারা যাবার পরে তারা ভাইরা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ বন্টন করে নেন। সব সম্পত্তির ভাগ বন্টন তারা ঠিকভাবেই করেন কিন্তু তার দাদার একটা বড় "ডেচ্‌কা (বড় পাতিল)" ছিল সেটাতে পাঁচ মন ধান সিদ্ধ করা যায়। তার দাদা সেই পিতলের "ডেচ্‌কা" বিলেত থেকে এনেছিলেন বলে সবাই জানে। তার ভাইয়ের সকলেই সেটাকে নিতে চেয়েছিল সম্পত্তির বন্টনের সময়। ভাইরা সবাই এটাকে কেন নিতে চায় সে সম্পর্কে তিনি বলেন "এই ডেচ্‌কা যার কাছে থাকবে গ্রামের সব মানুষ ধান সিদ্ধ করার জন্য তার বাড়িতে যাবেই"। অর্থাৎ এটা থেকে তার কোন প্রকার মুনাফা আসবে, উপকার হবে এমন ধারণা থেকে তারা এটাকে সম্পত্তি মনে করছেন না বরং এলাকার সবার মধ্যে এবং সবার উপর নিজের প্রভাব এবং নামকে ছড়াবার জন্যই তারা এটার মালিকানা লাভ করতে চান। তিনি বলেন "ডেচ্‌কাটা আমার ঘরে থাকলে আমার কাছে এসে সবাই চাইবে, সবাই নিয়ে কাজ করবে এতে তো আমার ইজ্জতও বাড়বে"।

অর্থাৎ এখানে তিনি তার নিজের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার জন্যই চাইছেন এটা তার কাছে থাকুক। এটা তার কাছে থাকলে সে এলাকায় অন্য সবার চেয়ে বড় অবস্থানে থাকতে পারবেন সম্পত্তির দিক থেকে নয় বরং সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে, একই সাথে তিনি মানুষজনের উপর প্রভাবও বিস্তার করতে পারবেন যেটাই এখানে তার জন্য সম্পত্তির সমার্থক।

উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ঃ

সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক সমাজ সংস্কৃতিতে রয়েছে কিছু প্রতিষ্ঠিত আইন, এ সকল আইনের মধ্যে কখনও সাদৃশ্য কখনও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রত্যেকটা সমাজের উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনকেন্দ্রীক আইনের উপর ভিত্তি করেই সেখানকার নারী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন হয়ে থাকে তারপরও

প্রত্যেক সমাজ সংস্কৃতিতে কেবল এই প্রতিষ্ঠিত আইনকে মেনে সম্পত্তির বন্টন করা হয় না (Jansen, 1999)। বরং প্রত্যেক সমাজের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, প্রথা, রীতি, রেওয়াজ, মতাদর্শ, পরিবারে নারী বা পুরুষের অবদান, তার অবস্থান, বাবা-মায়ের বা ভাই বোনের পরিস্থিতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, কোন ধরনের দুর্ঘটনার প্রভাব, সামাজিক সম্পর্ক, শ্রেণীগত ভিন্নতা, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, স্থান ও পরিসরকেন্দ্রীক ভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে, এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন করা হয়ে থাকে। যার কারনে একই সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে, বিভিন্ন জনের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন ঃ

প্রত্যেক সমাজে সম্পত্তি বন্টনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের আইন থাকে। সেই আইনকে কেন্দ্র করেই সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন হয়ে থাকে, এ আইন প্রত্যেক সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও থাকতে পারে। আবার একই সমাজে সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের আইন। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। ফলে তাদের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন সংক্রান্ত নানা ধরনের সমস্যা সমাধান বিভিন্ন ধর্মীয় আইনের উপর ভিত্তি করে হয় ও তার ভিত্তিতেই সম্পত্তির বন্টন হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে প্রধানত তিন ধরনের পারিবারিক আইন প্রচলিত রয়েছে (উল্লাহ, ২০০২)। এগুলো হল মুসলিম পারিবারিক আইন, হিন্দু পারিবারিক আইন ও খ্রীষ্টান পারিবারিক আইন। সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রেও এই পারিবারিক আইনকেই অনুসরণ করবার কথা কিন্তু বাস্তবতা হল সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রথা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবারে অবদান, স্থান (নগর, গ্রাম), সম্পদ অধিকারীর প্রত্যাশা ইত্যাদি নানা সাংস্কৃতিক বিষয় যুক্ত থাকে। পারিবারিক আইনও নির্দিষ্ট সমাজের নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রকাশ। নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই এগুলো তৈরী কিন্তু উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন কেবল এই একটি সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বা সাংস্কৃতিক নিয়মকে মেনে চলে না বরং এখানে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

পরিবারে অবদানের ভিত্তিতে সম্পত্তির বন্টন ঃ

পরিবারে কোন সদস্যের অবদানের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সন্তান তার পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে অথবা ভাই বা বোন তার অন্যান্য ভাইবোনদের উপর অবদান রাখছে। এ কারণে তাদের সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়মকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে (Jansen,1999)।

<u>কেইস ৩</u>

> কিবরিয়া আহমেদ (৪২) একজন ডাক্তার। তারা সাত ভাই, কোন বোন নেই। সে যখন অনেক ছোট তখন তার বাবা মারা যায়। বাবা মারা যাবার সময় বড় বলতে কেবল ছিল তার বড় ভাই। সে সময়ে সংসার সামলাবার মত মানসিক অবস্থা তার মায়ের ছিল না। যার কারণে পড়ালেখা বাদ দিয়ে তার বড় ভাইকেই পরিবারের

> হাল ধরতে হয়েছে। তখন তার বড় ভাইয়ের বয়স ছিল ১৮ বছর। কিবরিয়া আহমেদ ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। তার আর সকল ভাই এখন ভাল অবস্থানে আছেন, ভাল চাকুরী করছেন। যেটা সম্ভব হয়েছে তার বড় ভাইয়ের এত অবদানের কারণে। একারণে তারা পারিবারিক আইন অনুযায়ী সম্পত্তির বন্টন না করে ভিন্নভাবে সম্পত্তির বন্টন করেছেন যাতে তার বড় ভাই অন্য ভাইদের চেয়ে অধিক পরিমান সম্পত্তি পায়।

কিবরিয়া আহমেদের কেসটি সম্পত্তি বন্টনের এমন একটা ধরন যেটা সচরাচর দেখা যায় না। এখানে তার ভাইবোনদের মধ্যে তার বড় ভাই নিজের পড়ালেখা অথবা অত্যধিক অর্থ উপার্জন করবার প্রয়াস থেকে নয় বরং তার জীবনকে ব্যয় করেছেন ছোট ভাইদের উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং সুন্দর জীবন প্রদান করবার ব্রত নিয়ে। যার বিনিময় স্বরুপ তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির বন্টন করবার ক্ষেত্রে তার এবং তার অন্যান্য ভাইদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থান, পরিবারে অবদান ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে সম্পত্তির বন্টন করা হয়েছে। Arens (2011) তার গবেষণায় অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি দেখান যেসকল নারীদের তাদের বাবার অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে হয় অনেকক্ষেত্রে তারা উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ পায় না। যদিও তাদের অন্যান্য বোনেরা সম্পত্তি পায় এবং যদি তাদের অবস্থা আবার খারাপ হয় তখন অন্যান্য বোনদের চেয়ে অধিক সম্পত্তিও পেয়ে থাকে।

উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন কেন্দ্রীক রাজনীতি ঃ

সম্পত্তির ধারণায়ন এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত আইনের বাইরেও নানাভাবে সম্পত্তির বন্টন করা হয় এক্ষেত্রে সমাজের বা পরিবারের সদস্যগণ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কিন্তু এসবের বাইরেও সম্পত্তি বন্টনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে কোন প্রথা, নিয়ম, রেওয়াজের প্রভাব নেই বরং অনেকেই অধিক সম্পত্তি লাভের জন্য বিভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি এবং তাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অন্যের সম্পত্তিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃতির কোন প্রভাব বা সমাজের কোন সম্মতি বা যাদের সম্পত্তি নিচ্ছে তাদেরও সম্মতি নাও থাকতে পারে বরং জোরপূর্বক সম্পত্তি দখল করা হয়ে থাকতে পারে।

সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রথার ব্যবহার ঃ

মুসলিম পারিবারিক আইনে বাবার সম্পত্তি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা বিদ্যমান। যেখানে একজন ভাইকে দুই বোনের সমতুল্য হিসেবে ধরা হয় আর বোনকে ভাইয়ের চেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই অর্ধেক সম্পত্তিও অধিকাংশ নারী পায় না, তাদের এই সম্পত্তিটুকুও ভাইরা নানাভাবে নিজেদের দখলে নেবার এবং ভোগ করবার চেষ্টা করে থাকে। অনেকে আবার তাদের বোনদের সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য নানা ধরনের প্রথাকেও ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় দু' একজন সম্পত্তির বন্টনে এই ধরনটি ব্যবহার করলে সেটাকেই তারা প্রথা হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করেন, আবার অনেকেই নিজের কোন প্রত্যাশাকেই প্রথা হিসেবে প্রচলন করতে চান। Arens (2011) তার গবেষিত এলাকায় নারীদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা দেখতে পান যেখানে ভাইরা অল্প মুল্যে অথবা কখনও বিনামুল্যে বোনদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। আবার অনেক এলাকাতে এধরনের প্রথার প্রচলনও থাকতে পারে। তবে এই প্রথাসমুহ বোনদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা এবং ভাইদের সম্পত্তি বৃদ্ধির উপায় হিসেবেই কাজ করে থাকে। এগুলো যখন কোন এলাকায় প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় তখনও এর পেছনে পুরুষের স্বার্থই কাজ করে, পুরুষের লাভের জন্যই একে ব্যবহার করা হয়।

নাহার বেগমের (৪৭) বাবা মারা যাবার পরেই তারা তিন ভাই দুই বোন সম্পত্তি বন্টন করে নিয়েছেন। কিন্তু সম্পত্তি বন্টন হলেও সব ভোগ করেন তার তিন ভাই। একবার তার অনেক প্রয়োজনের সময় ভাইদের নিকট গিয়ে তিনি তার নিজের অংশের সম্পত্তি ভাইদেরকে নিয়ে টাকা দিতে বললে ভাইরা তার হাতে ২০ হাজার টাকা দিয়ে বলেন জমি লিখে দিতে। তিনি বলেন "আমার ২০ করা জমির এক করার দামও তো দেও নাই"। অর্থাৎ তিনি জমির বাজারদর সম্পর্কে জানেন, তার জমির মুল্য কত টাকা হতে পারে সে সম্পর্কেও জানেন। তার কথার উত্তরে তার ভাইরা বলেন "বোইন গো ভাগের জমির দাম তো কমই অয়"। অর্থাৎ তার বোন যখন সম্পত্তির বা জমির দাম সম্পর্কে জানেন তখন তার ভাইরা তার সম্পত্তি দখল করবার পন্থা হিসেবে সামাজিক প্রথাকে ব্যবহার করেন।

সম্পত্তি অধিকারে সামাজিক মূল্যবোধ ঃ

অনেক সময় উত্তরাধিকারীদেরকে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দুর্বলতাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়ে থাকেন অনেকেই, যেটা আবার সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। আবার সমাজ এটাও মনে করে যে, এ ধরনের দুর্বলতা রয়েছে বলে তার সম্পত্তির প্রয়োজনও সীমিত। তারা সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তার সম্পত্তি দখল করে থাকে।

জায়েদা বেগমের (৪১) কোন ছেলেমেয়ে নেই। তার বাবার সম্পত্তি ভাইবোনদের মধ্যে বন্টনের সময় তার ভাই বোন সকলেই সম্পত্তি ভাগ করে নিলেও তার অংশ সম্পর্কে কিছু বলা হল না। সে তার সম্পত্তির বিষয়ে জানতে চাইলে ভাইরা বলে "তোর তো কোন সন্তানাদিই নাই জমি দিয়া করবি কি"। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে দেখা হয় পুনরুৎপাদনের মেশিন হিসেবে যেখানে সমাজে তার স্থান তৈরি হয় সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে (Tong,1995)। পিতৃতন্ত্রের প্রত্যাশা পুরন না করতে পারলে তাকে নানা ধরনের নিপীড়ন এবং বঞ্চনা সহ্য করে টিকে থাকতে হয়, এই অভিজ্ঞতা তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেটা আবার নারীকে তার প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায় সম্পত্তি কেবলমাত্র বস্তুগত বিষয়ের সাথে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ককে বোঝায় না বরং সম্পত্তির একটি সামাজিক দিক রয়েছে যেটা আবার সম্পত্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে

সাহায্য করে। আবার সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত, পুঁজিবাদের উত্থান ও উপযোগবাদের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত যেখানে নারীকেও অনেক সময় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার সামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষিত, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক সম্পত্তির বিভিন্ন ধারণায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সম্পত্তির প্রকৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। সম্পত্তির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কগুলো স্পষ্ট হয় যেমন-সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, সম্পত্তিতে তাদের উভয়ের প্রবেশাধিকারের ধরন, নারী ও পুরুষের সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যসমূহও বিশ্লেষণ করা যায়। সেই সাথে এই বিষয়সমূহ সম্পত্তি সম্পর্কিত নারী পুরুষের ধারণায়নের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিকতা তৈরি করে। এই বহুমাত্রিকতা কেবল যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তা নয় বরং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিশ্বাসসমুহও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে যা নারী ও পুরষের অসম সম্পত্তির ধারণাকে টিকিয়ে রেখে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নারী ও পুরুষের মধ্যকার অধঃস্তনতার সম্পর্ক হঠাৎ করে নয় বরং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। আর এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীদের মনোজগতে পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শগুলো প্রোথিত হয়ে যায় যার জন্য তারা চিন্তা করে পিতৃতন্ত্রের মত করে। নারী একক কোন কিছু নয় বরং নারী বহু, অসংখ্য। শ্রেণী, বর্ণ, সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে নারীদের অবস্থান, অভিজ্ঞতা, অবদমন, নিপীড়ন ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত আইন ছাড়াও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা দেখা যায় বলে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রেও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা দেখা যায়। ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পত্তির ধারণায়ন এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনের বহুমাত্রিক ধরনসমূহকে লিঙ্গীয় প্রেক্ষিত, আইনগত ব্যবস্থা এবং সামাজিক মতাদর্শের মধ্য দিয়ে দেখতে হবে। কারণ মতাদর্শগুলো সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত হয়, সামাজিকভাবে চর্চিত হয় এবং আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল বিষয়াদিকে বৈধতা প্রদান করে থাকে।

তথ্যসূত্র

Agarwal, Bina (1994). *A Field of One's Own*, Cambridge: Cambridge university press.

Arens, Jenneke (2011). Women, Land and Power in Bangladesh: Jhagrapur Revisited, Amsterdem: Primavera Quint.

Barnard, Alan and Spencer, Jonathan (ed.1996). *Encyclopedia of social and Cultural Anthropology*, London and New York: Routledge.

Bertocei, P. J. (1992). *Elusive Vgllages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, Dhaka:The University Press Ltd.

Bertocei, P. J. (1992). *Elusive Vgllages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, Dhaka:The University Press Ltd.

Boserup, Ester (1970). *Women's Role in Economic Development*, London: George Allen and Unwin.

Bourdieu, Pierre (1977). *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge: University Press.

Bree, Germaine (1973). *Women Writers in France*, New Brunswic: Rutgers University press.

Goheen, Miriam (1996). *Men Own the Fields, Women Own the crops: Gender and power in the Cameroon Garssfields*, England: University of Wisconsin press.

Hirschon, Rene (1984). Property, Power and Gender Relations in Rene Hirschon ed. *Women and Property- Women as Property*. New York: St. Martins press.

Jansen, E. (1999). *Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources*, Dhaka: University .

Marx, Karl (1959). *Capital: A critique of Political Economy*, vol -11, Moscow: Progress Publishers.

Mclennan, John F. (1865). *Primitive Marriage*, Edinburgh: Adam and Charles Black.

Mitchell, Juliet (1971). *Women's Estate*, New York: Panthon Books.

Morgan, Lewis Henry (1985). *Ancient society: Researches in the Line of Humen Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization*, Tucson: University of Arizona Press.

Mukhopadhyay, Maitrayee (1998). *Legally Disposedt Gender, Inequality, and the Process of law*, London: Bhatkhal Books.

Ortner, B. Sherry (2006). *Anthroplogy and Social Theory: culture power and the Acting Subject*, Durham and London: Duke University press.

Rosaldo, M. (1974). Women, Culture and Society: A theoretical Overview in Rosaldo and L. Lamphere ed. *Women Culture and society*, Stanford: Stanford University press.

Sen, Amartay (1990). Gender and Co-opearative Conflicts. In: Irene Tinker ed. *Persistent Inequalities Woman and World Development*, Oxford: Oxford University Press .

Shiva, Vadana (1999). Resources in Wolfgang Sachs ed. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, Johannesburg: Witwatersrand University press.

Tong, Rosemarie (1995). *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*, Lnodon: Routledge.

Weber, Max (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, New York: Bedminster Press.

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস (২০০৩). *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স ।

উল্লাহ্, সা'দ (২০০২). *নারী অধিকার ও আইন*, ঢাকা: সময় প্রকাশন।

খান, হোসনে আরা (১৯৯৫). নারী পুরুষ সম্পর্কঃ সমাজ সভ্যতার বিকাশ, হোসনে আরা খান ও সোহরাব আলী খান আরজু (সম্পা.), *নারী পুরুষ সম্পর্ক*, ঢাকা: উষা।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৮৬). *গ্রামীণ রাজনীতি ও নারী সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-২০ ।

রহমান, মো: মিজানুর (২০১২). *পারিবারিক আইন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সুফি প্রকাশনী।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (১৯৯৮). *পারিবারিক আদালতের আইন*, ঢাকা: রয়েল ল সিরিজ।